মুজিবনগরে জলাতঙ্ক নির্মূলের লক্ষ্যে অবহিতকরণ সভা

বাংলাদেশ থেকে জলাতঙ্ক নির্মূলের লক্ষ্যে ব্যাপকহারে কুকুরকে টিকাদান (এমডিভি) কার্যক্রমের অংশ হিসাবে মুজিবনগর উপজেলা থেকে জলাতঙ্ক রোগ নির্মূলের লক্ষ্যে অবহিত করণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর সভাকক্ষে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: আসাদুজ্জামান এর সভাপতিত্বে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার তৌফিক আহমেদ, মুজিবনগর প্রাণিসম্পদ অফিসের ডা: তানিয়া, বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন,মোনাখালি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান, দারিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মাহবুবুল আলম রবি, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার (রোগ নিয়ন্ত্রণ) ডা: আবু সাঈদ,সিডিসি, ডিজি,এইচএস এর এমডিভি সুপারভাইজার আজহারুল ইসলাম, সিডিসি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এমডিভি এর ফিল্ড সুপারভাইজার মনির মুন্সি সহ সাংবাদিক, টিকাদান কর্মসূচিতে নিয়োজিত কর্মকর্তারা।

মুজিবনগর থেকে জলাতঙ্ক রোগ নির্মূল করতে আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ই ফেব্রুয়ারি ৫ দিন ব্যাপক হারে কুকুরের ভ্যাকসিন কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

মেহেরপুরে বুড়িপোতাতে কলেজ ছাত্রীর আত্ম*হত্যা

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা গ্রামে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী শান্তা খাতুন গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

শান্তা খাতুন মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা গ্রামের বাবুলর মেয়ে।

এর আগে সে মেহেরপুর জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ থেকে ২০২২ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়ে পাশ করেছিল শান্তা খাতুন।

জানা গেছে গত ২৭ জানুয়ারি শান্তার সাথে মেহেরপুর শহরের কলেজ পাড়ার কাজী কবিরুল ইসলামের ছেলে কাজী রবিউল ইসলামের বিবাহ হয়। বিয়ের পর শান্তা তার স্বামীর ঘরে না গেলেও আনুষ্ঠানিকভাবে স্বামীর ঘরে যাবার জন্য প্রস্তুতি চলছিল। আর বিয়ের মাত্র ১১ দিনের মাথায় আত্মহত্যা ঘটনা ঘটায়।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, গতকাল সোমবার দিবাগত রাতে নিজ ঘরে গলায় দড়ি দেওয়ার কিছুক্ষণ পূর্বেও তার শাশুড়ির সাথে মোবাইল ফোনে কথা বলে। এরপর পরই শান্তা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। আত্মহত্যা সঠিক কারণ কেউই বলতে পারছেন না।

গাংনীতে জাতীয় জলাতঙ্ক নির্মূল কর্মসুচী বিষয়ক অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ থেকে জলাতঙ্ক নির্মুলের লক্ষ্যে ব্যপকভাবে কুকুরের টিকাদান(এমডিভি) কার্যক্রম ২০২৩ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মেহেরপুরের গাংনীতে অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সভাকক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা(ইউএইসএফপিও) সুপ্রভা রানীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী পৌরসভার মেয়র আহমেদ আলী।

জাতীয় জলাতঙ্ক নির্মূল কর্মসুচী,রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা,সিডিসি ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আয়োজিত অবহিতকরণ সভায় ডাক্তার মুক্তার আলী জলাতঙ্ক বিষয়ক সকল তথ্য তুলে ধরেন। সভায় মেডিকেল অফিসার ডা.সুমাইয়া ইসলাম, গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) মনোজিৎ কুমার নন্দি,গাংনী উপজেলার সকল ইউনিয়নের চেয়ারম্যানবৃন্দ,উপজেলা স্বাস্থ্য পরিদর্শক,স্বাস্থ্য সহকারিগন উপস্থিত ছিলেন।

এসময় বক্তারা বলেন,জলাতঙ্ক একটি ভয়ংকর মরণব্যাধি,এরোগে মৃত্যুর হার শতভাগ। পৃথিবীতে কোথাও কোথাও প্রতি ১০ মিনিটে একজন এবং প্রতি বছেও প্রায় ৫৯ হাজার মানুষ জলাতঙাক মারা যায়। এ রোগ মুলত কুকুরের কামড় বা আঁচড়ের মাধ্যমে ছড়ায়। এছাড়াও বিড়াল,শিয়াল,বেজি, বানরের আঁচড়ের মাধ্যমেও এ রোগ হতে পারে।

বাংলাদেশে প্রতিবছরে ৫ থেকে ৬ লক্ষ মানুষ কুকুর,বিড়াল বা শিয়ালেন কামড় বা আঁচড়ের শিকার হয়ে থাকে। যাদের মধ্যে বেশিরভাগই শিশু। এছাড়াও প্রায় ২৫ হাজার গবাদি প্রাণী এ রোগের শিকার হয়ে থাকে। বাংলাদেশে ২০১০ সালের আগে প্রতি বছল প্রায় ২০০০ মানুষ জলাতঙ্ক আক্রান্ত হয়ে মারা যেত। এবং একটি উল্লেখযোগ্য গবাদী প্রাণী এ রোগে আক্রান্তে শিকার হয়ে থাকে।

২০১৬ সালের মধ্যে জলাতংক রোগে আক্রান্ত হয়ে রোগীর সংখ্যা শতকরা ৯০ ভাগ কমিয়ে আনা এবং ২০২২ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে জলাতঙ্ক মুক্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বকর্মসুচী বাস্তবায়ন চলছে। এরই অর্শ হিসিবে বাংলাদেশের সকল মোট ৬৭টি জলাতঙ্ক নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। এসব কেন্দ্র থেকে কুকুরের কামড়ে আক্রান্ত রোগীর আধুনিক ব্যবস্থাপনা এবং জলাতঙ্ক প্রকিরোধী টিাক বিনামূল্যে সরবরাহ করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্য বিভাগের এক তথ্যে জানাগেছে,২০১০ সাল থেকে ২০১২ ইং সাল পর্যন্ত সারাদেশে জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত রোগী আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ২১৪৭ থেকে ১৪৪৫ এ নেমে এসছে। এবং এ সংক্রমক ব্যাধি হাসপাতালেও এ রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যঅ পুর্বেও তুলনায় প্রায় ৬০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। চলমান এসকল কার্যক্রমের পাশাপাশি কুকুরের কামড়ের আধুনিক ব্যবস্থাপনা চালু রেখে ব্যপক হােও কুকুরের টিকাদান কর্মসূচীর মাধ্যমে দেশের সকল কুকুরকে ৩ রাউন্ড টিকা প্রদান করা গলে জলাতঙ্ক নির্মূল করার লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে।

মেহেরপুরে প্রবীণ হিতৈষী সংঘের নতুন কমিটির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে প্রবীণ হিতৈষী সংঘের নবগঠিত কমিটির সদস্যদের শপথ গ্রহন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বিকেলে মল্লিকপাড়া দারস্ত নিজ কার্যালয়ে এ কমিটি শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রবীণ হিতৈষী সংঘের প্রধান নির্বাচন কমিশনার নূরুল আহম্মেদ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ সকল সদস্যদের শপথ বাক্যপাঠ করান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, নির্বাচন কমিশনার এ্যাড. মো: মোখলেছুর রহমান ও নির্বাচন কমিশনার বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন (অবঃ) মো: আব্দুল মালেক।

উল্লেখ্য,গত শনিবার (৪ ফেব্রুয়ারি) ১৯ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনিবার্হী কমিটি গঠন কার হয়।

কমিটির বাকি সদস্যরা হলেন, সহ-সভাপতি হাজী মো: গিয়াস উদ্দীন, সহ-সভাপতি মো: রফিক-উল আলম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাজী মো: আব্দুস সামাদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী কে.এম ফজলুল করিম, অর্থ সম্পাদক মো: আব্দল কাদের, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রফেসর আব্দুল মজিদ, সমাজসেবা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মীর রওশন আলী মনা, প্রচার প্রকাশনা তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক মো: আমানুল্লাহ, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক মোছা: নিলুফার বানু, নিবার্হী সম্পাদক মো: মশিউর রহমান (মজনু), মো: আশাবুল হক, মো: আলেক সাইফুল্লাহ, মো: ফজলুল হক, মো: সামসুল আলম, মো: ইউসুফ হোসেন, আব্দুস সালাম ও শ্রী রবীন্দ্রনাথ সাহা প্রমুখ।

মেহেরপুরে দুই গ্যাস ব্যবসায়ীর জরিমানা

বেশি দামে গ্যাস বিক্রির অপরাধে মেহেরপুর শহরের কাসারি পাড়ার এস এম গ্যাস হাউজের সাজ্জাদ হোসেন সবুজ ও হোটেল বাজারের জাকির ব্রাদার্স এর মালিক আমিনুল ইসলামের কাছে থেকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুর জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ এ অভিযান পরিচালনা করেন।

তিনি জানান, গ্যাস সিলিন্ডার, মুদিখানাসহ বেশকিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্রতিষ্ঠানে তদারকি করা হয়। এসময় মেহেরপুর শহরের কাসারি বাজারে মেসার্স এস এম গ্যাস হাউজ নামক প্রতিষ্ঠানে তদারকিতে পাওয়া যায় নানা অনিয়ম। বিভিন্ন কোম্পানি থেকে ১২৯৫ টাকায় পুর্বের কম দামে কেনা গ্যাস বিক্রয় করছেন ১৫৭০ টাকা দরে যেখানে বর্তমান সরকার নির্ধারিত মুল্য ১৪৯৮ টাকা। সরকারি মূল্যের বাইরে গিয়ে অসৎভাবে সিলিন্ডার প্রতি লাভ করছেন ২৭৫ টাকা। নাই মুল্যতালিকা, লাইসেন্স বহির্ভূতভাবে আবাসিক এলাকায় অননুমোদিত গোডাউনে মজুদ করেছেন হাজারের অধিক গ্যাস সিলিন্ডার। এসকল অপরাধে প্রতিষ্ঠানের মালিক সাজ্জাদ হোসেন সবুজকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪০ ধারায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
অপরদিকে, হোটেল বাজারের মেসার্স জাকির এন্ড ব্রাদার্স এর মালিক মোঃ আমিনুল ইসলামকে গ্যাস ও অন্যান্য পণ্যের মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে ৩৮ ধারায় ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযান পরিচালনাকালে জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা জিবরাইল হোসেন, জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) তারিকুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। অভিযানে মেহেরপুর পুলিশ লাইনের একটি টিম সহযোগীতা করেন।

মেহেরপুরে ১৫০ গ্রাম হেরোইনসহ তিন মাদক বিক্রেতা আটক

মেহেরপুর সদর উপজেলার কামদেবপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে ১৫০ গ্রাম হেরোইনসহ তিন মাদক বিক্রেতাকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ।

মঙ্গলবার (০৭ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ৬টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডিবির ওসি সাইফুল আলমের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালনা করে তাদের আটক করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে ১৫০ গ্রাম হেরোইন ও দুইটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়েছে।

আটকরা হলেন- গাংনী উপজেলার গাঁড়াবাড়িয়া গ্রামের মৃত পনজত শেখের ছেলে শাহারুল ইসলাম ওরফে আবেদ (৪২), সদর উপজেলার কালিগাংনী গ্রামের আনিচুর রহমানের ছেলে চঞ্চল হোসেন (৩০) ও একই উপজেলার কুতুবপুর গ্রামের মৃত উজির আলীর ছেলে ছাবদুল হোসেন (৪৫)।

ডিবির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলম বলেন, গোপন খবরে জানতে পারি যে একদল মাদক বিক্রেতা সদর উপজেলার কামদেবপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ফুটবল মাঠের উত্তরদিকের জনৈক আব্বাস আলীর বাড়ির গলিতে মাদক বিক্রির জন্য অপেক্ষা করছে। পরে সেখানে অভিযান পরিচালনা করে তিনজনকে আটক করা হয়।

তিনি আরও জানান, তাদের মধ্যে আটক শাহারুল ইসলাম ওরফে আবেদের বিরুদ্ধে একটি হত্যা ও দুইটি চুরির মামলা আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। হেরোইন উদ্ধারের ঘটনায় ডিবি পুলিশের পক্ষ থেকে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। মঙ্গলবার আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।

মেহেরপুরে ব্রয়লারের দাম বেড়ে

ডাবল সেঞ্চুরিতে (ভিডিও সহ)

মেহেরপুরে সপ্তাহের ব্যবধানে ব্রয়লার মুরগির দাম বেড়েছে কেজিতে ৭০ টাকা। ব্রয়লার মুরগীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে সোনালী ও দেশি মুরগির দাম। প্রতি কেজী সোনালী মুরগীর দাম বেড়েছে ৪০ টাকা, দেশি মুরগীর দাম বেড়েছে ২০ থেকে ৩০ টাকা।

গতকাল সোমবার মেহেরপুর বড় বাজারের মুরগি বাজারে সরেজমিন খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, দেশি মুরগির বিক্রি হয়েছে ৪৫০ টাকা, সোনালি মুরগি ২৭০ টাকা এবং বয়লার মুরগি ২০০ থেকে ২১০ টাকা, ডিম পাড়া (কর্ক) মুরগি ২৮০ টাকা কেজি দরে বিক্রয় হচ্ছে। এক সপ্তাহ আগে একই বাজারে দেশি মুরগি বিক্রি হয়েছে ৪৩০ থেকে ৪৪০ টাকা, সোনালী ২৩০ থেকে ২৪০ টাকা এবং বয়লার ১৩০ থেকে ১৪০ টাকা, ডিম পাড়া (কক) মুরগি ২২০ থেকে ২৩০ কেজি দেও বিক্রি হয়েছে। দিনে দিনে মুরগির দাম বেড়ে যাওয়ায় গতকাল সোমবার সকাল ১০টার দিকে মুরগি বাজার প্রায় ক্রেতা শুন্য দেখা গেছে।

বড়বাজারের মুরগি ব্যবসায়ী মো: সাকিব বলেন, আগে খামারিদের কাছ থেকে মুরগির বাচ্চার পিস ছিল ২৫ থেকে ৩০ টাকা। এখন সেই মুরগির বাচ্চা ৪৫ টাকা । অনেক দাম বেড়ে গেছে সেই কারণে ব্রয়লার এর দাম বেড়ে গেছে। আবার যদি আগের মতো ব্রয়লারের বাচ্চার দাম কমে, খাবারের দাম কমে তাহলে আগের অবস্থায় চলে আসবে।

বড় বাজার মুরগি ব্যবসায়ী ওয়াদুদ বলেন বর্তমানে ব্রয়লার একটু সঙ্কট আছে। বাকি দেশি সোনালী ডিমপাড়া (কর্ক) পর্যাপ্ত পরিমাণ আছে। ব্রয়লারের দাম বাড়ার কারণে বিক্রয়ের পরিমাণ কমে গেছে।

তিনি আরো বলেন, এই বাজারে আনুমানিক ২০টি দোকান আছে এখান থেকে গড়ে প্রতিদিন সোনালি মুরগি ৬০০ কেজি, ডিম পাড়া (কক) মুরগি ২৫০ কেজি, ব্রয়লার ৪০০ থেকে ৫০০ কেজি পর্যন্ত বিক্রয় হয়।

এ সময় বাজারে মুরগি কিনতে আসা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী বলেন, ব্রয়লার মুরগি ২১০ টাকা কেজি। আমরা গরিব মানুষ কিনে খাব কি করে। আমরা দিনে ৫০০ টাকা উপার্জন করি ২ কেজি মুরগির কিনলে খরচ হয় ৪২০ টাকা। তাহলে চাল, ডাল, তেল ইত্যাদি কিনব কি দিয়ে আর সংসার চালাবো কি করে। হয় চুরি করতে হবে, আর তা নাহলে ডাকাতি করতে হবে বলে তিনি আক্ষেপ করেন।

মমতাজ নামের এক মহিলা ক্রেতা বলেন, আমাদের মত গরিব মানুষদের ব্রয়লার মাংসও জুটবে না। এভাবে দাম বাড়তে থাকলে মুরগি কেনা নয়, সংসার চালানোয় দায় হবে।

মেহেরপুরে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের

অর্থায়নে বিনামুল্যে গরু বিতরণ

গ্রামকে দারিদ্রমুক্ত করতে দারিদ্রমুক্তকরণ প্রকল্পের আওতায় মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বাগুয়ান ইউনিয়নের মাঝপাড়া গ্রামের হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে গরু বিতরণ করা হয়েছে।

সোমবার সকাল ১১টার সময় মুজিবনগর মাঝপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্ত্বরে মাঝপাড়া গ্রামের ৮টি হতদরিদ্র সুফোলভোগী পরিবারের হাতে একটি করে বকনা গরু বিনামূল্যে বিতরন করা হয়।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) এর আর্থিক সহযোগিতায় পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস) এর বাস্তবায়নে গরু বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধঅন অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) কাদের মোহাম্মদ ফজলে রাব্বি।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস) এর ভাইস প্রেসিডেন্ট নুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আব্দুর রব, মাঝপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রূপ ছবি বিশ্বাস, পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস) এর পরিচালক (কর্মসূচি) মোহাঃ কামরুজ্জামান, ঋণ কর্মসূচির উপ-পরিচালক মোঃ কামরুল আলম, সহকারী পরিচালক লাল মিয়া, মোনাখালী ইউনিয়নের সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মোঃ হাসানুজ্জামান।

জানাগেছে, ইতোপুর্বে এ প্রকল্পের আওতায় ৮টি পরিবারের মাঝে ৮টি বকনা গরু, ৪১টি পরিবারের মাঝে ৮২টি ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল ১টি পরিবারকে ২টি গাড়ল ১টি পরিবারকে একটি প্যাডেল ভ্যান,৫টি পরিবারকে ৫টি ঘর,৯৫টি পরিবারকে ৯৫টি স্যানিটারি ল্যাট্রিন সপ্রদান করা হয়েছে। এর প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় সোমবার ৮টি বকনা গরু বিতরণ করা হয়। এছাড়াও ১৩টি পরিবারকে ২৬টি বল্যাক বেঙ্গল ছাগল বিতরণ করা হবে। দেশের ৩৮২টি থানায় ১৭৭টি পরিবার এ পক্রল্পর সুফল ভোগ করতে পারবে।

মুজিবনগরের সীমান্ত এলাকার অনেক গ্রামের মানুষ অতি দরিদ্র । ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে এক জরিপে মাঝপাড়া গ্রামের দি ১৪৬ দিনমজুর, কৃষি ১৩৯, বাবসা ৩০, প্রবাসী ১৫, ভ্যান চালক ৭, মহুরি পেশায় ২, ড্রাইভার ২, গ্রাম্য চিকিৎসক ২, সরকারি চাকরিজীবী ৩, রাজমিস্ত্রি ৩, ছাগল পালনকারি ৫, নির্ধারি পেশা নেই ২৭টি পরিবার, মাঠ থেকে ফসল কুড়িয়ে জীবন নির্বাহ করেন ।

এমন ৩৮২টি পরিবারের মধ্যে ১৭৭টি পরিবার দরিদ্র। অনেকের বাড়িতেই নেই স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা। গ্রামটিতে আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন(বিএনএফ) ।

মেহেরপুরের ৩ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভিন্ন আদলের শহীদ মিনার

একই আকৃতির শহীদ মিনার নির্মাণে উচ্চ আদালতের রুল থাকলেও মেহেরপুরের তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রয়েছে ভিন্ন আদলের শহীদ মিনার। দেখতে নান্দনিক হলেও সেগুলো ভেঙে ফেলার নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নতুন শহীদ মিনারের বরাদ্দ না পাওয়ায় সেগুলো ভাঙছে না প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ।

মাতৃভাষা রক্ষার দাবিতে প্রাণ দেওয়া শহীদদের স্মরণে দেশে স্থাপিত শহীদ মিনারগুলো একেক স্থানে একেক কাঠামোর। কেন্দ্রীয় শহীদ

মিনারের যে কাঠামো তার সঙ্গে অনেকগুলোর মিল নেই। বিভিন্ন কাঠামোর এসব স্থাপনা সম্পর্কে অনেকের প্রশ্ন এগুলো কি আদতে শহীদ মিনার? অনেক বছর ধরে বিষয়টি নিয়ে সমালোচনা চললেও পরিস্থিতি পাল্টায়নি।

এ অবস্থায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের কাঠামো, নকশা অনুসরণ করে দেশে-বিদেশে একই আদলে শহীদ মিনার নির্মাণে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে গত বছরের ১৪ জুন হাইকোর্ট রুল জারি করেন। কিন্তু বিবাদীদের কাছ থেকে কোনো জবাব আসেনি। আর সুপ্রিম কোর্টের যে আইনজীবীর রিটে আদালত রুল জারি করেছিলেন, সে আইনজীবীও রুলের জবাব না আসার বিষয়টি আদালতের নজরে আনেননি। ফলে রুল জারির মধ্যেই আটকে আছে রিটটির কার্যকারিতা।

এ বিষয়ে গত বছর ২৪ ফেব্রুয়ারি হাইকোর্টে রিট করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. শহিদুল ইসলাম। প্রাথমিক শুনানির পর বিচারপতি জে বি এম হাসান ও বিচারপতি রাজিক-আল-জলিলের বেঞ্চ রুল দেন। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের কাঠামো, নকশা অনুসরণ করে দেশে-বিদেশে একই আদলে শহীদ মিনার নির্মাণে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না, জানতে চাওয়া হয় রুলে। সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের কাঠামো অনুসরণ করে দেশ-বিদেশে একই ধরনের শহীদ মিনার নির্মাণে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নে নিষ্ক্রিয়তা কেন আইনগত কর্তৃত্ববহির্ভূত ঘোষণা করা হবে না, তাও জানতে চাওয়া হয় রুলে। সংস্কৃতিসচিব এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত সচিবকে ওই রুলের জবাব দিতে বলা হয়।

এদিকে মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, মেহেরপুর শহরের কবী নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলে ১৯৬৭ সালে পিলারের মত প্যাচানো একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয়। জেলা শিক্ষা অফিস থেকে সেটি ভেঙে ফেলার জন্য মৌখিক নির্দেশনা দিলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভাঙতে পারছে না। নতুন শহীদ মিনার নির্মাণের জন্য জেলা পরিষদে আবেদন করেছেন। এখনো সে বরাদ্দ পাননি।

গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজে রয়েছে স্মৃতিসৌধ আকৃতির নান্দনিক শহীদ মিনার। এছাড়া গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রয়েছে একই আকৃতির শহীদ মিনার।

মেহেরপুর কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলের সহকারী প্রধান শিক্ষক এনামুল হক বলেন, ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনারটি নির্মাণ করা হয়েছে।

শিক্ষা অফিস থেকে ভেঙে একই আদলের শহীদ মিনার নির্মাণের মৌখিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু স্থানীয়রা কোন বাঁধা হবে কি না সেই চিন্তাই সেটি ভাঙতে পারিনি। তবে নতুন করে শহীদ মিনারের জন্য জেলা পরিষদে আবেদন করা হয়েছে। বরাদ্দ পেলে ওটা ভেঙে শহীদ মিনার নির্মাণ করা হবে।

জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসান আল নুরানী বলেন, মেহেরপুর শহীদ সামসুজ্জোহা পার্কে শহীদ মিনার দেখে তার আদলে ২০০৮ সালের দিকে স্কুলের টাকা দিয়ে এটি নির্মাণ করা হয়েছে। পরে সরকারি ভাবে একই আদলের শহীদ মিনারের নির্দেশনা আসে। নতুন করে আবেদন করা হয়েছে। সরকারি বরাদ্দ পেলে একই আদালতের শহীদ মিনার নির্মাণ করা হবে।

মেহেরপুর জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মাহফুজুল হোসেন বলেন, সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী একই আদলে শহীদ মিনার নির্মাণ করার পরিপত্র সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনেক আগেই দেওয়া হয়েছে। যারা বিকৃত ডিজাইনের শহীদ মিনার নির্মাণ করেছেন সেগুলো পরিদর্শন করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীতে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ

গাংনী সাহারবাটিতে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। পাথর, বালু ও রডের মান নিম্ন। তাছাড়াও পাথর বালুর মিশ্রণ সঠিক নয়। এ সব অনিয়মের কারণে মেহেরপুর-২ গাংনী আসনের এমপি সাহিদুজ্জামান নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দিলেও ছায়াশক্তির বলে নির্মাণকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান। তবে সঠিকভাবে ও সমঝোতার মাধ্যমে কাজ শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের লোকজন।

জানাগেছে, সারা দেশের ন্যায় স্থানীয় যুবসমাজকে খেলামুখি করতে ও

জনগনের দাবীর মুখে সরকার সাহারবাটি ফুলবল মাঠে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম তৈরীর সিদ্ধান্ত নেয়। উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্পের(২য় পর্যায়) আওতায় মোট পাঁচ কোটি ৫২ লাখ ২২ হাজার ৯৯৯ টাকা ব্যায়ে এ নির্মাণ কাজ পান ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স এসএস অ্যান্ড এমটি জয়েন্ট ভেন্সার (জেভি) । যা বাস্তবায়নে রয়েছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ। আর এর স্থানীয়ভাবে দেখভালের দায়িত্বে রয়েছেন উপজেলা প্রশাসন। কাজ শুরুর প্রথম থেকেই নিম্নমানের রড পাথর ও বালু ব্যবহার করার অভিযোগ ওঠে।

বিষয়টি সরেজমিনে পরিদর্শনে যান এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন। তিনি কাজে অনিয়ম ও নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের প্রমাণ পান। এসময় তিনি কাজ বন্ধ রাখাসহ নিম্নমানের সামগ্রী সরিয়ে ফেলতে নির্দেশ দেন।

কয়েকদিন পর ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান আবারো কাজ শুরু করেন ওই নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে। সাদা পাথরের পরিবর্তে ব্যবহার করা হচ্ছে কালো পাথর যা অত্যন্ত নিম্নমানের। এছাড়াও যে সমস্ত সাদা পাথর স্তুপ রাখা হয়েছে তা ব্যবহারে অযোগ্য। ২.৫ এফএম বালু ব্যবহার করার নির্দেশনা থাকলেও লোকাল বালু ব্যবহার করা হচ্ছে। সেই সাথে মিশ্রণটি সঠিক পরিমাপের নয়। স্থানীয় লোকজন একাধিকবার অভিযোগ করলেও ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কোন কর্ণপাত করছেন না।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, লোকাল বালুর সাথে সিমেন্ট ও পাথর ব্যবহার করা হচ্ছে। ফান্না ব্যবহারের নির্দেশনা থাকলেও বাশের তৈরী ঝুড়ি ব্যবহার করায় পাথর বালু ও সিমেন্টের পরিমাপ আনুপাতিকহারে সঠিক হচ্ছে না। তাছাড়া রডের ব্যবহার হচ্ছে নিম্ন মানের। এর পরিমাপও সঠিক নয়। বালু ওয়াশ করার করা থাকলেও তা করা হচ্ছে না। ধুলা মিশ্রিত বালু ব্যবহার হচ্ছে।

ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল কয়েকজন জানান, কাজ শুরুর প্রথম দিকে যে রড বালু ও পাথর আনা হয়েছিল তা নিম্নমানের হওয়ায় এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন নির্মাণকাজ দেখতে আসেন এবং অনিয়মের কথা বলে মালামাল সরিয়ে নেয়ার আদেশ দেন। এর মধ্যে ওই পাথর বাদ দিয়ে কালোপাথর দিয়ে কাজ শুরু করতে বলায় নতুন করে কালো পাথর আনা হয়েছে কিন্তু কালো পাথর ব্যবহারের নির্দেশনা নেই। তবে ব্যবহারের অযোগ্য মৃত পাথরগুলো সরানো হয়নি। তাছাড়াও যে রডের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে তা এমপি সাহের অনুমতি নিয়ে বিশেষভাবে কাজ চলছে।

পরবর্তীতে নতুন করে রড আনা হবে।
শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্পের কনসালটেন্ট সাদ্দাম হোসেন বালু ওয়াশ করা হয়েছে বলে দাবী করে জানান, নিয়মানুযায়ি কাজ করা হচ্ছে তবে নিম্নমানের পাথর সরিয়ে নেয়া হবে। তাছাড়া সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকনের নির্দেশে কালো পাথর ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে বালু পাথর ও সিমেন্টের আনুপাতিক হার সঠিক না হওয়ার ব্যাপারে তিনি কোন সদুত্তর দিতে পারেন নি।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ভারপ্রাপ্ত) রনি খাতুন জানান, স্টেডিয়াম নির্মানে কোন দুর্ণীতি সহ্য করা হবে না। সরেজমিনে গিয়ে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস দেন তিনি।

বন্ধ কাজ পুনরায় শুরু করার ব্যাপারে সাহিদুজ্জামান খোকন এমপির কাছে জানতে চাইলে তিনি জানান, নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ শুরুর কারণে কাজ বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান পাথর ও বালু পরিবর্তন করা হয়েছে বলে জানানোর পর কাজ শুরু করতে বলা হয়েছে। তবে যেহেতু রড গেঁথে তার কাজ শুরু করা হয়েছে সেটি পরিবর্তন সহজ নয় এবং পরে উন্নত মানের রড ব্যবহারের শর্ত দেয়া হয়েছে।